PRINT

সমকাল

আবরারের গ্রামে গিয়ে তোপের মুখে বুয়েট উপাচার্য

কবর জিয়ারত

১২ ঘণ্টা আগে

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের নির্যাতনে নিহত শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার রায়ডাঙ্গা গ্রামের বাড়ি গিয়ে এলাকাবাসীর তোপের মুখে পড়েন বুয়েট উপাচার্য অধ্যাপক ড. সাইফুল ইসলাম। গতকাল বুধবার বিকেল ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এতে আবরারের মায়ের সঙ্গে দেখা না করেই পুলিশ ও র‍্যাব পাহারায় দ্রুত এলাকা ত্যাগ করেন তিনি। স্থানীয় লোকজন উত্তেজিত হয়ে উঠলে পুলিশ-র‍্যাব এবং আওয়ামী লীগ নেতারা সবাইকে শান্ত থাকার আহ্বান জানান। এ সময় পুলিশের ধাক্কাধাক্কিতে আবরার ফাহাদের ছোট ভাই আবরার ফায়াজ ও তার ফুফাত ভাইয়ের স্ত্রী তমা আহত হন বলে অভিযোগ করেছে তাদের পরিবার।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আবরার হত্যার দু'দিন পর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন বুয়েট উপাচার্য অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম। বুধবার বিকেলে কুমারখালীর রায়ডাঙ্গা গ্রামে পৌঁছে প্রথমেই আবরারের কবর জিয়ারত করেন তিনি। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন জেলা প্রশাসক মো. আসলাম হোসেন, পুলিশ সুপার এস এম তানভীর আরাফাত, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান রবিউল ইসলামসহ স্থানীয় যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতারা।

ভিসি আসার খবরে আবরারদের বাড়ির সামনে কয়েকশ' নারী-পুরুষ অবস্থান নিয়ে হত্যাকারীদের ফাঁসির দাবিতে মিছিল করেন। ভিসি আবরারদের বাড়ি ঢোকার সময় নারীদের বাধার মুখে পড়েন। ভিসির গাড়ি আটকে তারা জানতে চান, ৩৬ ঘণ্টা পর কেন আবরারের বাড়িতে আসলেন, কেন জানাজায় গেলেন না। এ সময় বিক্ষুব্ধ জনগণ মারমুখী হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে আসে পুলিশ-র‍্যাব। এ সময় ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে পুলিশের এক কর্মকর্তার হাতের আঘাতে আবরার ফায়াদের ছোট ভাই ফায়াজ আহত হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কায় আবরারের মা রোকেয়া খাতুনের সঙ্গে দেখা না করেই ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন ভিসি।

এর আগে ভিসি কবর জিয়ারতের সময় ঈদগাহে অবস্থান করা আবরার ফাহাদের দাদা ও বাবার সঙ্গে কথা বলেন। কথা বলতে গিয়ে তার দাদা ও বাবা কান্নায় ভেঙে পড়েন। এ সময় ভিসি তাদের সান্ত্বনা দেন।

এদিকে, সাংবাদিকরা ভিসি পদত্যাগ করবেন কি-না জানতে চাইলে জবাবে অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম বলেন, এখন পদত্যাগের বিষয়ে কথা বলতে চাই না। প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন, সেই মোতাবেক কাজ করছি। ছাত্রদের সব দাবির সঙ্গে আমি একমত। সব দাবি মেনে নেওয়া হবে। কোনো খুনি ছাড় পাবে না।

আবরারের ছোট ভাই আহত হওয়ার অভিযোগের বিষয়ে পুলিশ সুপার এস এম তানভীর আরাফাত বলেন, ভিসি আমাদের অতিথি। তাকে সম্মান জানানো উচিত ছিল। আবরারের মৃত্যুতে আমরা সবাই ব্যথিত। পুলিশ কারও ওপরই হামলা বা লাঠিচার্জ করেনি। হুড়োহুড়িতে কেউ আহত হয়ে থাকতে পারেন।

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৯১১০৩০৫৫৭ (প্রিন্ট পত্রিকা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইমেইল: ad.samakalonline@outlook.com